দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 SEP 198

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

C52

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয় বনাম কিন্ডারগার্টেন

শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে আদর্শ শিক্ষার প্রয়োজন এবং আদর্শ শিক্ষা দি ত হলে চাই প্রাথমিক শিক্ষার মান উ য়ন। প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার মান। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার উপর অভিভাবক মহলের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে অনেক নীচু। সে কারণে কোন কোন অভিভাবক ছেলে-মেয়েদেরকে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দেন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবহেলাই সবচেয়ে বেশী দায়ী।

শহর এলাকার অনেক কিন্ডারগার্টেন গড়ে ওঠায় বিশেষ করে, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিতেই চান না। যদিও দু'টিই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তথাপি তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্ডারগার্টেনে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বেশী এবং বিত্তশালীদের সন্তানরাই সাধারণতঃ এ সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে সরকারী বা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখন দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইদানীং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কিছুসংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের শিক্ষাগতযোগ্যতা শুধু এসএসসি, দ্বিতীয় বিভাগ। তাদের দ্বারা উপযোগী শিক্ষা দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাদান ট্রেনিং ছাড়াই তাদের সরাসরি নিয়োগ করা হয়েছে। ত ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের উদাসীনতাও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রতি আস্থা হারিয়েছে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার নিরাপত্তা বিধানে অক্ষম প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

কিন্ডারগার্টেনগুলোতে পড়ার চাপ বেশী থাকলেও আদর্শ শিক্ষা মানেই গাদি গাদি বই নয়। লক্ষ্য করা যায়, কিন্ডারগার্টেনগুলোতে এত বেশী পরিমাণ পাঠ্য বিষয় ধার্য করা হয় যে, শিশুদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায়— বাংলার সাথে সাথে ইংরেজীর উপর এত বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় যখন শিশু ইংরেজীর সঠিক বাংলা শব্দ সম্বন্ধেই অজ্ঞাত। এক্ষেত্রেও উপযুক্ত প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এ সমস্যা নিরসন করতে না পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে না পারলে নকল প্রবণতাও দূর করা যাবে না। তাই সুষ্ঠু ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করা প্রয়োজন। সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিন্ডারগার্টেনগুলোর মধ্যে পাঠ্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় দক্ষ শিক্ষক দ্বারা এই বহুমুখী সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেবেন।

—শিলা